

রোববার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫

সংগ্রাম

THE DAILY SANGRAM

গ্রাম-গঞ্জ-শহর

ব্রিতে নবান্ন উৎসব উদযাপন: র্যালি, ধান কর্তন ও আলোচনা সভা

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর

প্রকাশ : রোববার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১০

কপি লিঙ্ক



নবান্ন ১৪৩২ উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এ নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। শনিবার (১৬ নভেম্বর) সকালে ব্রি ক্যাম্পাসে র্যালির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। এরপর ধান কর্তন এবং ব্রি অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্রি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম। মিসেস ডিজি ফারজিয়া আহমেদ সিম্মি। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রি'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও আরএফএসই (Rice Farming System Evaluation) বিভাগের প্রধান ড. মোঃ ইব্রাহিম হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান বলেন, নবান্ন বাংলাদেশের কৃষি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নবধানের আনন্দ শুধু কৃষকের নয়, এটি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার মাইলফলক। ব্রি সর্বদা কৃষকদের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। বক্তারা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্রি উদ্ভাবিত উন্নত ধানের জাতের কারণে দেশে ধান উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবান্ন উৎসব শুধু নতুন ধানের আনন্দই নয়, এটি কৃষকদের পরিশ্রম ও সফলতার স্বীকৃতি। র্যালি ও আলোচনা শেষে সকল অতিথি, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের নবান্নের পায়ের পরিবেশন করা হয়। এ সময় ব্রি ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ ও আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

তারিখঃ ১৬/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০৯)

এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে

ড. এম আব্দুল মোমিন

দিন আসে দিন যায়, মাস গিয়ে বছর পুরায় কিন্তু ঐতিহ্য সে তো চির অমান-অপূরণ। অর্থাৎ ঐতিহ্যস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি কখনো পুরোনো হয় না। কলাই বাঙালি গেরছ পরিবারে কৃষ্টির অন্যতম অনুষ্ঠান নবান্ন উৎসবের কথা। কালের বিবর্তনে আমরা তুলতে এসেছি আমাদের প্রাণের উৎসবকে। নবান্ন ঋতুকেন্দ্রিক উৎসব। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ 'নতুন অন্ন'। যেমনে নতুন ফসল ঘরে কোমল সময়ে এ উৎসব পালন করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন এই উৎসব পালিত হয়। অন্ন অর্থ 'প্রথম' আর 'মাত্রণ' অর্থ 'মাস'। এ থেকে সহজেই ধারণা করা হয়, একসময় অগ্রহায়ণই ছিল বাংলা বছর পালনার প্রথম মাস। যাহোক, হাজার বছরের পুরোনো এই উৎসব সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক, ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীনতম মাটির সঙ্গে চিরকলমযুক্ত। পহেলা অগ্রহায়ণ মাসেই ছিল গেরছবাড়িতে উৎসবের আমেজ। নতুন ধানের গাছে ম-ম উঠান বাড়ি।

একটা ছোট্ট ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ২০০৭ সালে ১/১১ ঘটনায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ক্ষমতায় আসে ফখরুল্লাহ-নইনটমিনের নেতৃত্বে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিশ্বব্যাপী নানা অস্থিরতার কারণে অল্পকালিক বাজারে হঠাৎ চালের সরবরাহ কমে যায়। প্রধান রক্তনিকারক দেশগুলোর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা, বড় আদানিকারক দেশগুলোর আন্তর্জাতিক চাল কেনা, দুর্বল মার্কিন ডলার এবং তেলের রেকর্ড মূল্যের কারণে সে সময়ে চালের নাম অস্বাভাবিক কৃষ্টি পায়। বাংলাদেশে চাল যেহেতু 'রাজনৈতিক' পদ্য তাই অস্থিরতা এড়িয়ে দেয়তে সৃষ্টির করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিবেশী দেশ থেকে চাল আমদানির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এ সময় অর্থ নিয়ন্ত্রণ চাল কিনতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রতিবেশী দেশ ভারত চাল রপ্তানির আশ্বাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রাখা করেনি।

সে ঘটনায় তৎকালীন সরকারের বোহাগা হয়, তারা বুঝতে পারে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষিতে গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই। এই প্রেক্ষাপটে তারা উপলব্ধি করেন মাছে-ভাতে বাঙালির খাদ্যনিরাপত্তা (ভাতের নিরাপত্তা) নিশ্চিত করতে কৃষিতে গুরুত্বরোপণ ও উৎপাদন কৃষ্টির বিকল্প নেই। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পহেলা অগ্রহায়ণ জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ঐ বছর সারা দেশ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারিভাবে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়। তারপর ২০০৯ সাল থেকে রঞ্জিত পৃষ্ঠপোষকতায় পহেলা অগ্রহায়ণ পালিত হলেও পরবর্তীতে অল্পনা কারণে দিবাট জাতীয় দিবসের তালিকা থেকে কাটা পড়ে। এমনকি গত বছরের ২১ অক্টোবর জারিকৃত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সংক্রান্ত প্রকল্পে ৮০টি দিবস পালনের নির্দেশনা থাকলেও স্থান পায়নি জাতীয় কৃষি দিবস।

পৃথিবীর বহু দেশে অনেক আগে থেকেই জাতীয়ভাবে কৃষক দিবস বা কৃষি দিবস পালিত



নবান্ন উৎসব বাঙালির একাত্মবোধকে জাগ্রত করে তোলে। জেলা-উপজেলায় কৃষি মেলায় আয়োজন হয়। কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত শ্রেষ্ঠ কৃষকদের জেলা ও উপজেলা কৃষি বিভাগ বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে কৃষিকাজে আরো আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়



হয়ে আসছে। বর্ধিন যুগরাষ্ট্রে ১২ অক্টোবর জাতীয় কৃষক দিবস হিসেবে পালিত হয়—যা পূর্বে প্রবীণ কৃষক দিবস নামে পরিচিত ছিল। সেটি অবশ্য ফসল কাটার শুরুতে নয় মৌসুমের সমাপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইওয়াতে ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ জুলাই তিন দিনব্যাপী কৃষি দিবস পালিত হয়ে আসছে। উত্তর ক্যারোলিনায় ৩১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট তিন দিনব্যাপী ১১ পর্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিমব্যাল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৩ পর্ব উদ্‌যাপিত হয় কৃষি দিবস। আফগানিস্তানে প্রতি বছর ২২ মার্চ আফগান নববর্ষের (নওরোজ) অংশ হিসেবে কৃষক দিবস পালিত হয়। স্থানীয়ভাবে একে বলা হয় যাসনি মেহকান বা কৃষকের উৎসব। প্রতিবেশী দেশ ভারতে জাতীয় কৃষক দিবস ২৩ ডিসেম্বর। ভারতের ৫ম প্রধানমন্ত্রী জৌধুরী চরণ সিং, যিনি ভারতীয় কৃষকদের সাহায্য করার জন্য অসংখ্য নীতি প্রকল্প করেছিলেন তার জন্মদিনে পালন করা হয় দিবসটি। এটি ভারতের কৃষি পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক, সেবিনার এবং কর্ণশালার সংঘানে পালিত হয়ে। পাকিস্তানে কৃষকদের কলাপ ও সমৃদ্ধির জন্য ১৯ ডিসেম্বর জাতীয় কৃষক দিবস হিসেবে পালন করা হয় (সূত্র: বাংলাদেশি)। অঞ্চল আনন্দের কী কার্পণ! যে কৃষি আমাদের কৃষ্টির মূল, যে কৃষক আমাদের খাদ্যনিরাপত্তার অষ্টনৈতিক তাদের ঘিরে একটি দিন পালনে কী এমন কতি! যাদের অল্পসং আর্থিক পরিপ্রাণে আমাদের মুখে অন্ন রেগে তাদের সম্মানে একটি দিনকে জাতীয় কৃষি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনে রাষ্ট্রের কোনো কার্পণ থাকার উচিত নয়।

ফিরে আসি নবান্নের আলোচনায়। জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন না করা হলেও দেশের আপামর কৃষক সমাজ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন নবান্ন উৎসব হিসেবে পালন করে। পাহাড়ি জনপদের নামে জুনের নতুন ধানে নবান্নের আমেজ। উপজাতিরা তাদের প্রধান ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে নবান্ন উৎসব পালন করে। সাঁওতালরা পৌষ-মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তুলে উদ্‌যাপন করে সোহরায়া উৎসব। জুন চমি ব্রো উপজাতি চামেহিনাত উৎসবে মুরগি বলি নিয়ে নতুন ধানের ভাতে সবাইকে ফুরিভোজন করায়। ফসল তোলায় পর গায়ে উপজাতি ফল ও ফসলের প্রভুর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পালন করে পানাহার ও নৃত্যগীতবহুল গুয়ানপালা উৎসব। বাংলার মুসলিম কৃষক সমাজ অগ্রহায়ণের প্রথম অন্নবার থেকে নবান্ন উৎসব শুরু করেন। সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃষকরা তাদের পঞ্জিকা অনুসারে ১ অগ্রহায়ণ থেকে নবান্ন উৎসব পালন করে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র স্বীকৃতি মিক বা না মিক তাদের ওদের কিছু যায় আসে না।

বাঙালি কৃষক-কৃষানিরা নবান্নের আনন্দ ভাগ্যভাগি করে নেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে নবান্ন মেয়েকে বাপের বাড়িতে 'নাছায়' আনা হয়। বাড়ির আমাইকেও নিমন্ত্রণ করা হয় পরিবারে। নবান্ন আর পিঠা-পুলি উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই। তাই অগ্রহায়ণ এসেই সর্বত্র ধনিত হয়, 'আজ নতুন ধানে হবে তো নবান্ন সবায় ঘরে ঘরে।' কৃষাণ্য আছর চরমিক আর কৃষকের গোলায় উঠছে পাকা

ধান। চিরায়ত বাংলার চিরলো রূপ এটি। কৃষকের মাঠে তখন সোনারঙা ধানের হুড়োহুড়ি। ধান ডাঙার গান হেলে বেতায় বাতাসে, তেঁকির তালে মুখের হয় বাড়ির আঁচলা। নতুন চালের ভাত আর ননা ব্যঞ্জে সৃষ্টি হয় আনন্দময় পরিবেশে। তৈরি হয় নতুন চালের পিঠা, ক্ষীর-পায়স। মুসলিম সমাজে মসজিদে পিরনি মেওয়ার রেওয়াজ আছে, সনাতন সমাজে ঘরে ঘরে চলে পার্বণের আয়োজন। নবান্ন উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজন হলো নবান্নের প্রাণগ্রামীণ মেলা। হরেক রকমের দোকান দিয়ে কসে গ্রামীণ মেলায়। এই মেলায় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পিঠা-পুলি, মিষ্টি-স্বাদু, মতা-মিঠাই, খেলনা-পুতুল, মটির তৈজসপত্র। আর ব্যক্তি আনন্দ দিতে কসে বাউল গানের আসর। নবান্ন উৎসবকে ঘিরে নাচে-গানে মুখরিত থাকে মেলাপ্রাঙ্গণ।

নবান্ন উৎসব বাঙালির একাত্মবোধকে জাগ্রত করে তোলে। জেলা-উপজেলায় কৃষি মেলায় আয়োজন হয়। কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত শ্রেষ্ঠ কৃষকদের জেলা ও উপজেলা কৃষি বিভাগ বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে কৃষিকাজে আরো আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বর্ণাঢ্য রাসি, অলোচনাশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে জাতীয় কৃষি দিবস। সাম্প্রতিক কালে নগর ও নবান্ন উদ্‌যাপনে শিথিলে নেই। 'এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে' এই শ্লোগান সামনে রেখে প্রতি বছর নগরে নবান্ন উৎসব পালিত হয়েছে। রাজধানীর শাহবাগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে প্রতি বছর নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে বর্ণাঢ্য গোভাঘারা, সংগীত, নৃত্য, আত্মি, বাউল গান, অর্নিবাসীদের পরিবেশনা ও নবান্নকখনসহ ঐতিহ্যবাহী নানা রকম পিঠা প্রদর্শনী করা হয়ে থাকে। বলতে গেলে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে রাজধানীবাসী। নানা শিল্পীদের করে আনন্দে মাতোয়ারা তুলে রমনা বটমূল কিংবা চারুকলা প্রাঙ্গণ।

উপসাহায্য টানব আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইনালমের কৃষকের স্বার্থরক্ষার কিছু আকৃতি জানিয়ে। কৃষক হাতে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পান, নিজের জমিতে সেনে তার কয়েমি স্বত্ব বজরা থাকে এবং কৃষিজমি থেকে তাকে বেন উচ্ছেদ করা না হয়—এ দাবিগুলো ছিল জাতীয় কবি নজরুলের। তিনি মেহনতি মলমের স্বার্থরক্ষায় সমস্যা-জর্জরিত কৃষকের পক্ষে যে দাবিগুলো পেশ করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আছকের দিনেও শুধু কৃষক নয়, গোটা জাতির কাছে দাবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবান্ন বাঙালি জনজীবনে অনাবিল আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। সব ক্ষেত্রে এ দেশের খেটে খাওয়া কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হোক—এই কামনায় শেষ করছি।

● লেখক : উর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষক গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), পাক্ষীপুর-১৩০১

'Nabanna' is an age-old festival in our culture

DR M ABDUL MOMIN

Days come and go, months passed into years, but tradition remains ever. History, heritage, and culture never turn old. Among the many customs of Bengali rural households, the Nabanna festival holds a special place. Yet, with the passage of time, we seem to be forgetting this celebration of life itself. Nabanna is a season-based festival. The word Nabanna means "new rice." It is observed in late autumn, during the harvest of new aman crops. The festival is celebrated on the first day of the Bengali month of Agrahayan. The word Agra means "first," and hayan means "month." From this, it is easy to assume that once upon a time, Agrahayan was considered the first month of the Bengali calendar year. However, whatever the evolution, this thousand-year-old festival remains one of the most non-communal, deeply traditional, and ancient celebrations bound to the Bengal. The first day of Agrahayan once meant a wave of festivity in every rural household.

In 2000, the caretaker government declared the first day of Agrahayan as National Agriculture Day. That year, the government organized Nabanna festivals across the country at both

district and upazila levels. From 2009 onward, 1st of Agrahayan continued to be observed under state patronage. However, for reasons unknown, the day was later removed from the list of national days. Even in the Cabinet Division's circular issued on October 21 of last year, which listed 80 national and international days to be officially observed, National Agriculture Day was not included in that list.

Even though Nabanna is not celebrated nationally, farmers across the country continue to observe the first day of the Bengali month of Agrahayan as the Nabanna festival. In the Chittagong hill regions too, the spirit of Nabanna comes alive with the harvest of new jhum crops. The indigenous communities celebrate Nabanna to mark the gathering of their principal harvests. The Santals celebrate the Sohrai festival during the winter months of Poush and Magh after bringing home their main crops. The Mro jhum cultivators celebrate Chamosinat, where they sacrifice chickens and organize a communal feast with rice from the new harvest. After collecting their crops, the Garo community observes Wangala a festival filled with feasting, song, and dance to express gratitude for the abundance of fruits and

crops. Among Muslim farmers, the Nabanna celebration begins on the first Friday of Agrahayan, while Hindu farmers observe it from the first day of Agrahayan according to

their parents' homes during Nabanna, a custom known as nayot. Sons-in-law and their families are also warmly invited. The entire household becomes festive with the



their traditional calendar. Thus, whether or not the state gives it official recognition makes little difference to them - they continue to celebrate their age-old festival in their own way.

Bengali farmers and their families share the joy of Nabanna together. In some regions, daughters are invited

to their parents' homes during Nabanna, a custom known as nayot. Sons-in-law and their families are also warmly invited. The entire household becomes festive with the

celebration of Nabanna and the making of traditional cakes (pitha-puli). As Agrahayan arrives, the familiar refrain echoes across the countryside. The landscape is shrouded in mist while farmers' granaries fill with golden paddy the timeless image of rural Bengal. The fields gleam with ripened crops; songs of husking rice float

through the air; the rhythmic sound of the dhaki (traditional rice pounder) enlivens courtyards. The atmosphere overflows with joy as families cook rice from the new harvest and prepare delicacies like pitha, kheer, and payesh. In Muslim communities, it is customary to offer shinni (a sweet offering) at mosques, while in Hindu households, various rituals and festive preparations take place. The most captivating feature of Nabanna is the vibrant rural fair (gramen mela). These fairs host countless stalls offering an array of items: traditional sweets, pitha, sandesh, monda-mithai, clay utensils, toys, and dolls. Adding to the joy are Baul music performances, filling the fairgrounds with songs, dances, and the spirit of festivity surrounding Nabanna.

The Nabanna festival awakens a sense of unity among Bengalis. Agricultural fairs are organized at district and upazila levels, where outstanding farmers are recognized and awarded by local agricultural departments to encourage greater participation in farming. Various agricultural universities and institutions also observe Nabanna with colorful rallies, discussion sessions, and cultural programs. In recent years, urban areas too have embraced the Nabanna celebra-

tion. Under the slogan "Esho mill sobel Nabanner utsabe" (Let us all join the Nabanna festival), the event is celebrated annually in cities. At the Faculty of Fine Arts of Dhaka University in Shabbagh, the festival features vibrant processions, music, dance, recitation, Baul performances, indigenous cultural presentations, and exhibitions of traditional pitha (rice cakes). On the morning of the first day of Agrahayan, the capital awakens in festive spirit as artists fill places like Ramna Batamul and Charukala premises with songs and joy.

To conclude, let us recall the appeals of our National Poet Kazi Nazrul Islam for protecting farmers' rights. He demanded that farmers receive fair prices for their produce, retain ownership of their own land, and never be evicted from it. These demands, made in defense of the toiling masses, carry deep historical significance. Even today, they remain crucial not only for farmers but for the entire nation. May Nabanna bring pure joy, happiness, and prosperity to Bengali life. And may the rightful dignity and rights of our hardworking farmers be ensured in every sphere.

The writer is Senior Communication Officer, Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)